বিরোধ নিষ্পত্তি সমাপ্তি/উপসংহার রিপোর্ট

ইউনাইটেড আশুগঞ্জ – ০১/ আশুগঞ্জ, বাংলাদেশ

আগস্ট ২০১৭

এই রিপোর্টটি CAO বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশ এ অবস্থিত IFC সমর্থিত ইউনাইটেড আশুগঞ্জ প্রকল্পে বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরন।

সারসংক্ষেপ

IFC প্রকল্পঃ

IFC'র এই প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এর সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তির অধীনে একটি ১৯৫ মেগা ওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল রেসিপ্রকেটিং গ্যাস ইঞ্জিন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর উদ্দেশ্যে এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর সাথে ১৫ বৎসরের বিদ্যুৎ ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তির অধীনে গৃহীত হয়েছে।

UAEL একটি বিশেষায়িত প্রকল্প যার ৭১% ইউনাইটেড গ্রুপ এবং ২৯% এপিএসসিএল মালিকানাধীন। IFC এই প্রকল্পে UAEL কে ২০.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানে সম্মত হয়েছে যা কিনা প্রকল্পের সম্পূর্ণ বিনিয়োগের ১২.০৫ শতাংশ।

UAEL বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি APSCL কর্মচারী আবাসিক কলোনির বিপরীতে অবস্থিত। এই কলোনিতে APSCL এর কয়েকশ কর্মচারী স্বপরিবারে বসবাস করেন। কলোনিটি আশুগঞ্জ এ নির্মিত APSCL কমপ্লেক্স নামে পরিচিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র/কমপ্লেক্স এর ভিতর অবস্থিত যেখানে স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাজার এবং মসজিদসহ একটি জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

অভিযোগঃ

মে ২০১৬ সালে CAO APSCL আবাসিক কলোনির পাঁচ (৫) জন বাসিন্দার পক্ষ থেকে, UAEL এর কার্যক্রম সংক্রান্ত একটি অভিযোগ গ্রহন করে|

অভিযোগকারীগণ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে মাত্রাতিরিক্ত শব্দ ও বাষ্প নির্গত হওয়া সহ এলাকাবাসি কর্তৃক ব্যবহৃত একটি রাস্তার পাশে UAEL কর্তৃক বিপদজনক বর্জ্য পদার্থ পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখার বিষয় উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

CAO কর্তৃক মূল্যায়নঃ

CAO জুন ২০১৬ তে অভিযোগটি উপযুক্ত হিসেবে নির্ণয় করে এবং অভিযোগটি নিরসনে পক্ষগণের সঙ্গে আলোচনার লক্ষ্যে মূল্যায়ন পরিচালনা করে। সেপ্টেম্বর ২০১৬ তে CAO সরজমিন এ যায় এবং পক্ষগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

মূল্যায়ন প্রতিবেদনকালীন সময় APSCL আবাসিক মহল্লায় বসবাসকারী আরও ১০ জন বাসিন্দাকে অভিযোগকারী হিসেবে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে এবং এর ফলে সর্বমোট অভিযোগকারীর সংখ্যা দাড়ায় ১৫ জন। উপরন্তু অভিযোগকারীগণ উল্লেখ করেন যে, উক্ত আবাসিক এলাকায় বসবাসকারী অন্যান্য বাসিন্দা সহ উক্ত মহল্লায় বসবাস করে না কিন্তু অন্যান্য জনগোষ্ঠীর উদ্বেগকে তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করছেন মর্মে উল্লেখ করেন। এই পর্যায় অভিযোগকারীগণ প্রাথমিক উদ্বেগসমূহের পাশাপাশি ঝড় বৃষ্টির পানির ব্যবস্থাপনা বিষয় উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

যাচাই প্রক্রিয়া চলাকালীন সময় UAEL এবং অভিযোগকারী পক্ষ, CAO সমর্থিত একটি ঐচ্ছিক / স্বেচ্ছাকৃত বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সম্মত হয়। তারা বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে নিম্নবর্নিত তিনটি বিষয় আলোচনার সিদ্ধান্ত নেনঃ

১। APSCL আবাসিক কলোনির উপর শব্দ মাত্রা এবং প্রভাব কমাতে কিভাবে স্থানীয় বাসিন্দাগণ এবং UAEL একযোগে কাজ করতে পারেন?

২। কিভাবে পক্ষদ্বয়(অভিযোগকারী পক্ষ এবং UAEL) বাষ্প নির্গমন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ঝড় বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উক্ত সম্প্রদায়ের উদ্বেগ সম্বোধন করতে পারেন?

৩। কিভাবে স্থানীয় বাসিন্দাগণ এবং UAEL দীর্ঘ সময়ব্যাপী আলোচনার মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন , সম্প্রদায়ের উদ্বেগ সম্বোধন, সমন্বয়/সুসম্পর্ক রাখা এবং UAEL প্লান্টের কার্যকর পরিচালনা নিশ্চিত করতে পারেন?

বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াঃ

পক্ষদ্বয়ের বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর ২০১৬ এর মধ্যেবর্তী সময়ে, CAO প্রতিটি পক্ষের সঙ্গে একটি করে ক্ষমতা বৃদ্ধি অধিবেশনের আয়োজন করে। পক্ষগণের মধ্যকার যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট কথোপকথনে কার্যকারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এই মিথস্ক্রিয় অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত বিষয় সমূহ আলোচনা এবং সকল পক্ষের নিকট গ্রহনযোগ্য সমাধান নির্ণয়ের লক্ষ্যে CAO আয়োজিত যৌথ এবং পৃথক অধীবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, উদ্ভূত উদ্বেগ সমূহ এবং তাদের সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা অর্জন এর লক্ষ্যে পক্ষগণ UAEL কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করেন।

উদ্ভূত উদ্বেগ সমূহ নিরনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নির্ণয় করে পক্ষগণ ডিসেম্বর ২০১৬ তে একটি সমঝোতায় পৌঁছান। এই সমঝোতা উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। উভায়পক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই সমঝোতাটি গোপনীয়।

কথোপকথন (DIALOGUE) প্রক্রিয়ার ফলাফলঃ

বাস্প নিঃসরণ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো পক্ষগণ CAO বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার বাইরে পৃথক ভাবে সমাধান করেন। পক্ষগণ CAO কে অবহিত করেন যে CAO এর প্রাথমিক মূল্যায়ন পরিদর্শন এর পর UAEL কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে অভিযোগকারী পক্ষের সন্তুষ্টিক্রমে উক্ত বিষয় সমূহ সমধান করেছেন।

CAO প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে যৌথ এবং একক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে শব্দের মাত্রা, ড্রেনেজ/ ঝড় বৃষ্টির পানির ব্যবস্থাপনা এবং পক্ষগণের মধ্যকার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ অবশিষ্ট বিষয় সমূহের কার্যকরী সমাধান অর্জিত হয়।

পর্যবেক্ষণঃ

সমঝতা স্মারকের অংশ হিসেবে UAEL এবং অভিযোগকারীগণ এই মর্মে সম্মত হন যে, CAO বিরোধ নিষ্পত্তি দল (Dispute Resolution Team) সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পরবর্তী ৬ (ছয়) মাস, সমঝোতা স্মারকের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবেন। অতঃপর CAO বিরোধ নিষ্পত্তি দল বর্ণিত সময়ে উভয়পক্ষকে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখেন।

জুলাই ২০১৭ তে CAO অভিযোগকারীগণ এবং UAEL এর অংশগ্রহণে আশুগঞ্জে একটি চূড়ান্ত সমাপ্তি অধিবেশনের আহ্বান করে। উক্ত অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ CAO এর কাছে বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার উপর তাদের প্রতিক্রিয়া/ ফিডব্যাক ব্যাক্ত করেন এবং এই মর্মে নিশ্চিত করেন যে তাদের সন্তুষ্টিতে উদ্ভূত সকল বিষয়/ উদ্বেগ এর নিষ্পত্তি হয়েছে এবং এই বিষয় CAO এর আর কোন ভূমিকা নেই। উভয়পক্ষ পর্যবেক্ষন করেন যে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া তাদের একটি কার্যকরী এবং সময়োচিত সফল সমাধানে পৌছাতে সহায়তা করেছে। উভয়পক্ষ স্বীকার করেন যে প্রত্যেক পক্ষের অঙ্গীকার/প্রতিশ্রুতি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ তাদের সফলতার পিছনে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা রাখে।

প্রতিবন্ধকতা এবং অভিজ্ঞতাঃ

উভয়পক্ষ বিরোধ নিষ্পত্তি উপর তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং কিভাবে এই প্রক্রিয়ার সহায়তায় তারা তাদের যোগাযোগের অন্তরায় এবং পরস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে বাধা অতিক্রম করতে সম্ভব হয়েছেন তা ব্যক্ত করেন। তারা বাংলাদেশে CAO এর সহয়তায় পরিচালিত প্রথম বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করতে পেরে তাদের গৌরব প্রকাশ করেন।

ক্ষমতা বৃদ্ধি অধিবেশনগুলো, পক্ষগণকে কিভাবে কার্যকারীভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা যায় তা ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে এই প্রেক্ষিতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখে; এবং তাদের উপলব্ধি করতে সহায়তা করে যে বিরোধ কাউরো জন্য উপকারি নয় , সহযোগিতাই সবার জন্য কল্যাণকর।

ইংরেজি ভাষার যথাযথ এবং শাব্দিক বাংলা অনুবাদ ছিল এই কেইসের একটি দুরূহ চ্যালেঞ্জ। উভয়পক্ষ এই মর্মে সম্মত হন যে CAO রিপোর্ট এবং মধ্যস্থতা চুক্তির বাংলা অনুবাদ শাব্দিক অনুবাদ না হয়ে তাদের উদ্দেশ্য/অভিপ্রায় এবং ভাবার্থের প্রতি মনযোগী হবে। অনেক CAO কেইস দুই অথবা ততোধিক ভাষায় হয়ে থাকে এবং এই কেইসে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় ছিল কোন ভাষায় চুক্তি সমূহ লিপিবদ্ধ হবে এবং কিভাবে কথিত এবং লিখিত অনুবাদ পরিচালিত হবে, প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায় অনুবাদকারী এবং পক্ষগনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে/ আলোচনার মাধ্যমে তা নির্নয় করে নেয়া।

চূড়ান্ত মধ্যস্থতা চুক্তির বাইরে অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলি ব্যবস্থার জন্য পর্যবেক্ষন পর্যায়ে পক্ষগণ CAO কে আহ্বান জানান। CAO এর পর্যবেক্ষনমূলক ভূমিকা এবং মধ্যস্থতা চুক্তির বাস্তবায়নকল্পে পক্ষগণের অগ্রীম পরিকল্পনা এবং সংজ্ঞায়িত উপায় অগ্রসর হবার যে গুরুত্ব, এই কেসটি তার মূখ্য উদাহরণ।

এই কেইসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্টেশন ‘ www.cao-ombudsman.org ’ CAO ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।